অথবা, মার্কসবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। (T.H.S. 96, 98, 01)

উত্তর ঃ মার্কসবাদ (Marxism)

মার্কসবাদ বলতে কেবলমাত্র ***কার্ল মার্কস*** **(*Karl Marx*)**-এর বক্তব্যকেই বোঝায় না। যদিও ***কার্ল মার্কস*** ও ***ফ্রেডরিক এঙ্গেলস*** **(*Frederik Engles*)** মার্কসবাদের আদি প্রবক্তা। তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে ***লেনিন*** **(*Lenin*)**, ***স্তালিন*** **(*Stalin*)**, ***মাও জে দঙ, গ্রামসি*** প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ মার্কসবাদী চিন্তাধারাকে আরো সমৃদ্ধশালী করে তোলেন।

মার্কসবাদের উৎস ঃ

মার্কসবাদের প্রধান উৎস হল তিনটি — (১) জার্মান দর্শন, (২) ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্র এবং (৩) ফরাসি সমাজতন্ত্র।

(১) ***মার্কস*** জার্মান দার্শনিক ***হেগেল*** **(*Hegel*)**-এর দ্বন্দ্ববাদের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি ***ফয়েরবাখ*** **(*Feuerbach*)**-এর বস্তুবাদী চিন্তার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ***মার্কস***-এর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ধারণা গড়ে উঠেছিল ***হেগেল*** এবং ***ফয়েরবাখ***-এর চিন্তার ইতিবাচক দিকগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মধ্যে দিয়ে।

(২) ব্রিটিশ অর্থশাস্ত্রের দ্বারাও ***মার্কস*** এবং ***এঙ্গেলস*** গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ***রবার্ট ওয়েন*** **(*Robert Owen*)**, ***অ্যাডাম স্মিথ*** **(*Adam Smith*)**, ***ডেভিড রিকার্ডো*** **(*David Ricardo*)**, ***উইলিয়াম থমসন*** **(*William Thompson*)**, ***টমাস হজস্কিন*** **(*Thomas Hodgskin*)** প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের বিভিন্ন চিন্তা, ধ্যান-ধারণা এবং তত্ত্বকে ***মার্কস***-এর 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব'-এর উৎস হিসাবে গণ্য করা যায়।

(৩) ***মার্কস*** তাঁর শ্রেণী-সংগ্রাম এবং কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী ***সাঁ সিঁমো*** **(*Saint Simon*)**, ***কাবে*** **(*Cabet*)**, ***শার্ল ফুরিয়ে*** **(*Charles Fourier*)** প্রমুখের চিন্তা, ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রচনা করেছিলেন।

মার্কস এবং ***এঙ্গেলস*** মানব সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সামাজিক পরিবর্তন কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়।

মার্কসবাদ মনে করে প্রকৃতির পরিবর্তনের মতো সমাজেরও কতকগুলি নিয়ম অনুসারে পরিবর্তন ঘটে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সমাজকে অধ্যয়ন করে যে জ্ঞান লাভ হয়, সেই জ্ঞান সমাজ পরিবর্তনে ব্যবহার করা সম্ভব। ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যত বেশি জ্ঞান লাভ করে, মার্কসবাদ তত বেশি পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়।

মার্কসবাদের মূল নীতি ঃ

মার্কসবাদে কতগুলি মূল নীতি বা সূত্রের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এগুলি হল ঃ

(১) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ঃ মার্কসবাদের মূল দর্শন নিহিত আছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ধারণার মধ্যে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ধারণা ভাববাদী দর্শন এবং যান্ত্রিক বস্তুবাদী দর্শনের ধারণার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে। ***মার্কস***-এর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সমাজ পরিবর্তন করার জন্য যে বিপ্লব তার তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। মার্কসবাদীরা বলেন যে, বস্তুজগতের প্রতিটি উপাদান পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তন সংঘটিত হয় বস্তুর অন্তর্নিহিত কারণে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এগুলি হল ঃ

(i) বস্তুজগতের প্রতিটি উপাদান একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রভাবিত করে।

(ii) বস্তুজগতে সব কিছুই পরিবর্তনশীল। এখানে স্থায়ী বা শাশ্বত বলে কিছু নেই।

(iii) এই পরিবর্তনের ফলে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

(iv) বস্তুর মধ্যেই এই পরিবর্তনের কারণ নিহিত থাকে। বিরোধী দুই উপাদানের মধ্যে সংঘাতের ফলে পরিবর্তন সাধিত হয়।

(v) এই পরিবর্তন কিন্তু সরল পথে সংঘটিত হয় না। উন্নত অবস্থায় তখনই পৌঁছনো সম্ভব হয় যখন দুই বিরোধী উপাদানের সংঘর্ষের ফলে পরিবর্তন সাধিত হয়।

(২) ঐতিহাসিক **বস্তুবাদ ঃ** দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিষয়কে যখন সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়। মার্কসবাদ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণের সাহায্যে ইতিহাসের আলোচনা করে। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে, মানুষের সমাজজীবনের ব্যাখ্যা করতে হলে উৎপাদন পদ্ধতির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এই উৎপাদন পদ্ধতির দু'টি দিক আছে — উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদনের জন্য কতকগুলি উপকরণের প্রয়োজন হয়। তবে এই উপকরণগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হলে মানুষকে তাদের ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে হবে। মানুষের এই ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ এবং উৎপাদন উপকরণের সমন্বয়ে যে শক্তি সূচিত হয় তাকে উৎপাদন শক্তি বলা হয়। অপরদিকে, উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে জটিল সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকেই উৎপাদন সম্পর্ক বলা হয়। মার্কসবাদ এই উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা চিহ্নিত উৎপাদন পদ্ধতিকেই সমাজের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করেছে। এর উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে অন্যান্য সকল সামাজিক, রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান এবং ভাবাদর্শ গড়ে ওঠে যাকে উপরিকাঠামো হিসাবে অভিহিত করা হয়। উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে কোনো কারণে দ্বন্দ্ব সূচিত হলে উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এর ফলস্বরূপ সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনও সূচিত হয়।

বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা ঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করে মার্কসবাদীরা বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। একেবারে গোড়ায় যে সমাজব্যবস্থা ছিল তাকে মার্কসবাদীরা আদিম সাম্যবাদী সমাজরূপে অভিহিত করেছেন। এই সমাজ ছিল শ্রেণীহীন এবং বৈষম্যহীন সমাজ। উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে সমাজে শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এর ফলে সর্বপ্রথম যে শ্রেণী-বৈষম্যমূলক সমাজ গড়ে ওঠে — তা হল দাস সমাজ। এই দাস সমাজের উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধের ফলে সৃষ্টি হয় আরেকটি নতুন উন্নততর সমাজব্যবস্থা — সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। ঠিক একই বিরোধের ফলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পরে যে নতুন উন্নততর সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয় তা হল পুঁজিবাদী সমাজ। মার্কসবাদীদের মতানুসারে পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বই সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এই সমাজে বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ

প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। এই সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমাজকে একটি অন্তর্বর্তী সমাজরূপে অভিহিত করা হয়। ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আরো উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং সৃষ্টি হয় সাম্যবাদী সমাজ, যা আদিম সাম্যবাদী সমাজের মতো শ্রেণীহীন সমাজ হলেও তার চেয়ে অনেক বেশি গুণ উন্নত।

(৩) শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম তত্ত্ব ঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করে মার্কসবাদীগণ শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। ***লেনিন***-কে অনুসরণ করে বলা যায়. শ্রেণীসমূহ হল সেই সকল জনগোষ্ঠী যারা সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু উৎপাদন-উপকরণের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। এর ফলে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এদের স্থান ভিন্ন ভিন্ন হয়। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, উৎপাদন-উপকরণের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় একটি জনগোষ্ঠী বা শ্রেণী উৎপাদনের মালিক হয় এবং অপরদিকে আর একটি জনগোষ্ঠী বা শ্রেণী এই উৎপাদনের মালিকানা থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক বৈরিতাপূর্ণ হতে বাধ্য। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক বা স্বার্থ প্রকাশিত হয় শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। সেইজন্য মার্কসবাদীরা এই অভিমত পোষণ করেন যে, সকল সমাজের ইতিহাস মূলত শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস।

(৪) উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব ঃ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার শোষণকে বুঝতে হলে উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পণ্য উৎপাদন করা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি পণ্যই মানুষের শ্রমের ফলে সৃষ্টি হয়। আর এক-একটি পণ্য উৎপাদন করতে যে পরিমাণে শ্রম দেওয়া হয়েছে তা দিয়েই নির্ধারণ করা হয় পণ্যের বিনিময় মূল্য। তাছাড়া, এই পণ্য উৎপাদন করতে যত পরিমাণ সময় লেগেছে তাও পণ্যের বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করে। ***মার্কস*** বলেছেন যে, পুঁজিপতিরা পণ্য উৎপাদন করে কারণ সে এক বিশেষ পণ্য কিনতে পারে যা হল শ্রমশক্তি। শ্রমিক শ্রেণীরা তাদের মজুরি হিসাবে শ্রমশক্তির বিনিময়ে মূল্য পায় পুঁজিপতিদের কাছ থেকে। শ্রমশক্তি যেহেতু একটি পণ্য সেইহেতু এর মূল্য নির্ধারিত হয় শ্রম-সময়ের দ্বারা। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী শ্রম-সময়ের উপর ভিত্তি করে যে মজুরি পায় তা অনেক কম। কারণ শ্রমশক্তি হল এমন একটি পণ্য যা যতটা বিনিময় মূল্য পায় তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য শ্রমিক শ্রেণী তৈরি করতে পারে। এর ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই উদ্বৃত্ত মূল্য যা তাকে দেওয়া হয় না, তা আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি, এবং এভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করে পুঁজিপতি শ্রেণী মুনাফা লাভ করে।

(৫) বিপ্লবের তত্ত্ব ঃ মার্কসবাদ বিপ্লবকে এক অনিবার্য ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বলে গণ্য করে। বিপ্লবের ফলে কোনো এক সমাজব্যবস্থার সব স্তরে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে এক উন্নততর ও প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়। এইজন্য বিপ্লবকে মার্কসবাদীরা ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসাবে গণ্য করেছেন। মার্কসবাদীদের মতানুযায়ী যে কোনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতার ফলে বিপ্লবের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিপ্লবের মাধ্যমে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এর ফলে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার অবসান ঘটে। তবে কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ কারণের জন্যই বিপ্লব হয় না। অনেক সময় বাহ্যিক দ্বন্দ্বের ফলেও বিপ্লব হতে পারে। বিপ্লব হিংসাত্মক হবে অথবা হবে না তা নির্ভর করে শাসক শ্রেণীর উপর। শাসক

শ্রেণী যদি বিপ্লবীদের প্রতিরোধ করতে হিংসার পথ অবলম্বন করে বা হিংসাত্মক প্রতিবিপ্লবের সূচনা করে তাহলে বিপ্লবী শ্রেণীর হিংসার পথ অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তবে পূর্বেকার অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা নস্যাৎ করে দেবার জন্য যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয় তার সঙ্গে পার্থক্য আছে। অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন-উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়। দ্বিতীয়ত, অ-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে যে নতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে পুরনো সমাজব্যবস্থার কিছু উপাদান টিকে থাকে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে পুরনো সমাজব্যবস্থার সব কিছু ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এইসব দিক দিয়ে বিচার করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ***মার্কস***-এর বিপ্লবের তত্ত্ব নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের দাবি রাখে।

(৬) রাষ্ট্র তত্ত্ব ঃ মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রকে চিরন্তন বা শাশ্বত প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করেন না। দাস সমাজে সর্বপ্রথম বিভিন্ন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এই বিভিন্ন শ্রেণী স্বার্থের বৈপরীত্য থাকার ফলে এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত সূচিত হয়। সেই সংঘাতকে নিরসন করার জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্র তার সৃষ্টির প্রথম থেকেই সমাজের শাসক শ্রেণীর স্বার্থে নিজেকে নিমগ্ন করে। এই শাসক শ্রেণী তাদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির জোরে রাষ্ট্রকে কুক্ষিগত করে। সেইজন্য মার্কসবাদীরা রাষ্ট্রকে শ্রেণী-শাসন ও শ্রেণী-শোষণের যন্ত্র রূপে অভিহিত করে। দাস সমাজ থেকে শুরু করে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ — সর্বত্রই রাষ্ট্রের এই চরিত্র পরিলক্ষিত হয়। মার্কসবাদীরা এই মত পোষণ করেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত ফলস্বরূপ যখন সমাজ শ্রেণীমুক্ত হবে তখন রাষ্ট্রের আর প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। এর ফলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। তবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অব্যবহিত পরে যখন শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে তখনো রাষ্ট্রের বিশেষ কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকবে। তবে শ্রমিক শ্রেণীর এই একনায়কতন্ত্র যেদিন শ্রেণীহীন সমাজে উত্তীর্ণ হবে সেদিন থেকে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পাবে।

সমালোচনা ঃ

একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে মার্কসবাদ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করলেও এই মতবাদ সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এর সমালোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, সমাজ বিবর্তনে ***মার্কস*** অর্থনৈতিক প্রভাব ছাড়া মানুষের নানা প্রবৃত্তি, কৃষ্টি, আদর্শ, ধর্ম ইত্যাদি অন্যান্য প্রভাবগুলিকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু সমাজের বিবর্তনে এদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, ***মার্কস***-এর শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব সমালোচিত হয়েছে। সমাজে সর্বহারা ও পুঁজিবাদী শ্রেণী ছাড়াও আরো বহু শ্রেণী রয়েছে। তাই শুধু সর্বহারা ও পুঁজিবাদী শ্রেণীতে সমাজকে বিভক্ত করা যায় না। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাবও লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়ত, বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটেনি। এই কারণে ***মার্কস***-এর রাষ্ট্রের অবলুপ্তি সম্পর্কিত ধারণাকে গ্রহণ করা যায় না।

চতুর্থত. **মার্কস**-এর উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বটিকে সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, **মার্কস** উৎপাদনের উপাদান হিসাবে একমাত্র শ্রম ছাড়া অন্যান্য স্বীকৃত উপাদানগুলিকে গুরুত্ব দেননি। উৎপাদনে শ্রম ছাড়া অন্যান্য উপাদানের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

পঞ্চমত. **মার্কস** বলেছিলেন পুঁজিবাদী দেশে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটবে। কিন্তু দেখা গেল বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে পুঁজিবাদী দেশের থেকে অনেক পেছনে পড়ে থাকা কৃষিপ্রধান রাশিয়াতে।

ষষ্ঠত. মার্কস রাষ্ট্রকে শ্রেণীস্বার্থের রক্ষাকারী ও শ্রেণী-শোষণের যন্ত্র হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু তিনি রাষ্ট্র যে সমাজকল্যাণকর হতে পারে একথা ভাবেননি। বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রই জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত।

সপ্তমত, মার্কস-এর মতে, রাষ্ট্র হল বলপ্রয়োগের এক বিশেষ প্রতিষ্ঠান, কিন্তু *ম্যাকআইভার* **(MacIver)**-এর মতে বল কখনোই রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি হতে পারে না।

মূল্যায়ন ঃ

মার্কসীয় তত্ত্বের নানা সমালোচনা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, মার্কসবাদের এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। গরিব শোষিত মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা **মার্কস**-ই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। মার্কসবাদ হল মানুষের কার্যকলাপ ও সমাজ রূপান্তরের পথনির্দেশক একটি মতাদর্শ। মার্কসবাদ এক নতুন পথ দেখিয়েছে। মার্কসবাদ হল বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ এক মানবিক মতবাদ যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এক বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেছে।

৪। **গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বা মূল নীতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা**